welcome to- Beautiful Bangladesh School of life

UNWTO Tourism 2011 wtd.unwto.org
linking cultures
World Tourism Day / 27 September

Tourism linking cultures

বিশ্ব পর্যটন দিবস, ২০১১

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

Bangladesh Tourism Board
National Tourism Organization

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১১

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
১২ আশ্বিন ১৪১৮
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১১

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশেও বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে 'বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১১' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত এক সমৃদ্ধ জনপদ। পাহাড়, সাগর, বন-বনানী এবং এদেশের মানুষের সহজ-সরল জীবনযাত্রা আমাদেরকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। **'পর্যটন সংস্কৃতির যোগসূত্র সৃষ্টি করে'** (Tourism linking cultures) এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে এ বছর বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত হচ্ছে। দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিশ্ব পরিমণ্ডলে তুলে ধরার পাশাপাশি বিশ্ব সংহতি, সৌহার্দ্য ও সম্পর্কের সেতুবন্ধন রচনায় এ দিবসের গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী বলে আমি মনে করি। পর্যটন শিল্পের বিকাশের গতিধারায় এদেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পর্যটকদের আকর্ষণে উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য বিশ্ববাসীর সামনে নতুন করে উন্মোচিত হোক-বিশ্ব পর্যটন দিবসে এই আমার প্রত্যাশা।

আমি 'বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১১' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

গোলাম মোহাম্মদ কাদের
মন্ত্রী
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পর্যটন শিল্প এর বৈশিষ্ট্যগত উন্মুক্ততার কারণে বিশ্ব পরিমণ্ডলে পারস্পরিক সৌহার্দ্য স্থাপনে অন্যতম কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) বিশ্বব্যাপী সাম্য ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত উপযোগী এ শিল্পের বিশ্বজনীনতাকে তুলে ধরার প্রয়াসে প্রতি বছরের ন্যায় ২৭ সেপ্টেম্বর এবারও পালন করছে, বিশ্ব পর্যটন দিবস। পৃথিবীব্যাপী পর্যটন শিল্পের সর্ববৃহৎ এ আয়োজনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে বাংলাদেশে দিবসটি পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) কর্তৃক বিশ্ব পর্যটন দিবসের এ বছরের নির্ধারিত মূল প্রতিপাদ্য **Tourism linking cultures** অর্থাৎ পর্যটন সংস্কৃতির যোগসূত্র স্থাপন করে এর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের সংস্কৃতিকে এক সূত্রে গাঁথা এবং ভ্রমণের মাধ্যমে বৈশ্বিক সমঝোতাকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্পের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করার একটি অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী ভ্রমণের মাধ্যমে পর্যটকরা বিভিন্ন দেশের শৈল্পিক স্থাপত্য, বৈচিত্র্যপূর্ণ সংগীত, খাবার, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সরাসরি সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১১ এ অনবদ্য ভাব বিনিময়কে উদ্‌যাপন করা সহ সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের গভীর মূল্যবোধের মাঝে বোঝাপড়া উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছে।

বাংলাদেশের হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশকে একটি সুপরিচিত, গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের বিপণন প্রয়াসের সাথে বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১১ এর এবারের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত উপযোগী বলে আমি মনে করি। আমরা এ চেতনাকে কাজে লাগিয়ে সম্প্রতি গৃহীত বিপণন কৌশলকে আরও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হব বলে আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি। বিশ্ব পর্যটন দিবসকে উপলক্ষ করে বিশ্বের মানুষের মাঝে সহিষ্ণুতা, সম্মানবোধ ও পারস্পরিক বোঝাপড়া উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটন শিল্প বিশ্ব সাম্য ও সৌহার্দ্য স্থাপনে আরও ভূমিকা রাখবে এবং বাংলাদেশের মানুষ এর মাধ্যমে উজ্জীবিত হবে এ কামনা করছি।

গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম.পি

পর্যটন ঃ সংস্কৃতির যোগসূত্র স্থাপনকারী শিল্প

পর্যটন শিল্প সমগ্র বিশ্বের সংস্কৃতিকে একীভূত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বৈশ্বিক সংহতি ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এর অবদান অনস্বীকার্য। বিশ্ব পর্যটন দিবসের এবারের মূল প্রতিপাদ্য **Tourism - linking cultures**। বিশ্বময় বিরাজমান অশান্তি, অস্থিতিশীলতা, সন্ত্রাসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ নিরসনে শান্তির বারতা ছড়িয়ে দেয়া এ প্রতিপাদ্য নিঃসন্দেহে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাম্য। পর্যটন শিল্পের বিস্তার বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের মাঝে ভাববিনিময়, পারস্পরিক সম্মানবোধ, সহিষ্ণুতা ও বোঝাপড়ার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। ২০১০ সালে ৯৪০ মিলিয়ন পর্যটক সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন যার মাধ্যমে তারা সেসব দেশের সংস্কৃতির অঙ্গীভূত শৈল্পিক স্থাপত্য, বৈচিত্রপূর্ণ সংগীত, খাবার ও ঐতিহ্যের সরাসরি সংস্পর্শে আসার সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন যা নিঃসন্দেহে অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি আপন ও ভিন্ন সংস্কৃতির মহামিলনের যোগসূত্রকে শক্ত বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

পর্যটন ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন বহুযুগের। একটি গন্তব্য দেশের মানুষের জীবনযাত্রা, ইতিহাস, স্থাপত্যকলা, ধর্ম, জাদুঘর, থিয়েটার, নৃত্য, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির জীবনাচার, উৎসব, পার্বণ, মেলা এসব কিছুই পর্যটক আকর্ষণের মূল আকর্ষণ। পর্যটকদের পক্ষে সহজে গন্তব্য নির্বাচনে সংস্কৃতির এ উপাদানগুলো প্রধান উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। সংস্কৃতিভিত্তিক এ পর্যটন উন্নয়ন বিশ্বের বিভিন্ন উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সম্পর্ককে খুব সহজেই মধুর পর্যায়ে উপনীত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নতুন তথ্য ও অভিজ্ঞতার অন্বেষণে নিরন্তর ছুটে চলা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির তাড়ণাকে উপজীব্য করেই পর্যটনের প্রসার এবং এক্ষেত্রে অন্যতম উদ্দীপক হচ্ছে গন্তব্য দেশের সংস্কৃতি।

সমৃদ্ধ সংস্কৃতি একটি দেশের অহংকার। হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে আগত পর্যটকের ভীড় একটি দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে সহজে গতিশীল করে। তাই সংস্কৃতিসমৃদ্ধ দেশগুলো প্রতিযোগী দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের নিমিত্ত তাদের স্থাবর ও অস্থাবর সংস্কৃতিতে অভিনবত্ব আনতে সচেষ্ট। এর ফলে একটি পর্যটক গন্তব্য দেশের আকর্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বহুলাংশে সংস্কৃতিনির্ভর হয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে সংস্কৃতিনির্ভর পর্যটন গন্তব্য দেশগুলো কেবলমাত্র পর্যটক আকর্ষণে সীমাবদ্ধ নেই বরঞ্চ এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণেও তারা সমান সচেষ্ট যা তাদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

পর্যটন উন্নয়নের মাধ্যমে সংস্কৃতির মেলবন্ধন প্রতিষ্ঠার চলমান এ ধারাবাহিকতায় পর্যটকদের অধিকমাত্রায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে গন্তব্য হিসেবে আলোচিত দেশ বা অঞ্চলকে তাদের গন্তব্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করা জরুরি। এলক্ষ্যে দেশজ অহংকার হিসেবে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও ঐতিহ্যকে উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হবে।

মধ্য-এশিয়ার অশ্রুত ও অবরুদ্ধ কিন্তু অন্যতম ঐশ্বর্যমন্ডিত পর্যটন গন্তব্য হিন্দুকুশ পর্বতমালা ও হিমালয় অঞ্চল যা বহুবছর যাবত বিদেশী পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না তা আজ এর অনন্য সাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অভিনব সংস্কৃতির জন্য হাজার পর্যটকের পদচারনায় মুখরিত। এক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় পর্যটক আগমন যেমন একদিকে স্থানীয় জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে গতিশীল করে পৃথিবীতে অশ্রুত একটি অঞ্চলকে পর্যটন গন্তব্য হিসেবে উন্নয়নে সহায়তা করেছে অন্যদিকে এ কর্মকান্ডকে সঠিক ব্যবস্থাপনা ও বাস্তব সুবিধার সমঅধিকার নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জকেও সামনে নিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে পর্যটকদের অধিকমাত্রায় গন্তব্যদেশে গমন সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে পরিচালনা করা প্রয়োজন যাতে সংস্কৃতির অমূল্য ঐতিহ্যগুলো বিনষ্ট না হয় এবং স্থানীয় জনগনের জীবনযাত্রা ব্যাহত না হয়।

বর্তমান যুগে বৈশ্বিকতা (Globalisation)-র বিষয়টি সর্বজনগৃহীত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠার প্রেক্ষিতে বিরল সংস্কৃতিভিত্তিক জাতিগোষ্ঠির ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা খুবই দূরূহ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোন ক্ষুদ্র এ গোষ্ঠিভিত্তিক সংস্কৃতি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন গতিশীল করতে যথাসম্ভব কম নেতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করতে হবে। যেহেতু সে অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে বিরল সংস্কৃতিকে মূল আকর্ষণ হিসেবে পর্যটকদের নিকট তুলে ধরে অঞ্চলটি ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করছে সেহেতু টেকসই গন্তব্য উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে হলে উন্নত ব্যবস্থাপনাগত পন্থায় অবশ্যই পর্যটনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে বিরল সে সংস্কৃতিকে সুরক্ষা করতে হবে। তাই পর্যটন উন্নয়ন সম্ভাবনা সমৃদ্ধ গন্তব্যের স্থানীয় অধিবাসীদের যাচিত প্রকৃতির পর্যটন উন্নয়ন তাদের আর্থিক উন্নতি সুনিশ্চিত করলেও যাতে কোনভাবেই তাদের দেশজ সংস্কৃতিকে নেতিবাচক প্রভাবে দুষণীয় করে না তুলে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

সংস্কৃতিভিত্তিক পর্যটন উন্নয়নে গন্তব্য পরিকল্পকদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে মূল পূর্বসূত্র হিসেবে নির্দিষ্ট করতে হবে। গন্তব্য দেশের ভূমি, সমুদ্রসৈকত, স্থাপত্যকলা, প্রকৃতি,ঐতিহ্য, জীবনযাত্রাকে সংস্কৃতির বৈশ্বিক চাহিদানুযায়ী উন্নয়ন করতে হবে যা সংস্কৃতিগত পর্যটন গন্তব্যের প্রাথমিক পন্য উন্নয়ন হিসেবে বিবেচিত হবে। পরবর্তীতে সুবিধাভোগী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠির উপর নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে যথাযোগ্য সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল সৃষ্টি করে পর্যটকদের মানসম্মত সেবা সুনিশ্চিত করতে হবে। যার মাধ্যমে যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে আদর্শ সংস্কৃতিভিত্তিক পর্যটন উন্নয়ন সম্ভব হবে। সমভাবে পর্যটকদের বিরল সংস্কৃতির স্পর্শকাতরতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী করে তুলে গন্তব্য ভ্রমণে সচেতন করাও জরুরি।

সংস্কৃতির যোগসূত্র স্থাপনকারী শিল্প হিসেবে পর্যটন আজ পৃথিবীব্যাপী যে স্বীকৃতি অর্জন করেছে তা বিশ্বময় সংহতি, পারস্পরিক সম্মানবোধ, সাম্য ও সর্বোপরি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় এর কার্যকর ভুমিকা সুনিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশ একটি সংস্কৃতি কেন্দ্রিক পর্যটন গন্তব্য দেশ হিসেবে সমগ্র বিশ্বে এর পরিচিতিকে তুলে ধরার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বিশ্বব্যাপী পর্যটন শিল্পের প্রচার বিপণনকে প্রাধান্য দিয়ে Visit Bangladesh Campaign নামে একটি বিপণন উদ্যোগ পরিচালনা করতে যাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জাতীয় পর্যটন সংস্থা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়ে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। আশা করা যায়, হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লালিত বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি জনপ্রিয়, গ্রহণযোগ্য ও সুপরিচিত পর্যটন গন্তব্য হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

আলীম উদ্দিন আহমেদ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১২ আশ্বিন ১৪১৮
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১১

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও দেশে বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১১ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিশ্বব্যাপী সম্পর্কের সেতুবন্ধন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্পের গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়ে এবারের প্রতিপাদ্য **Tourism linking cultures** নির্ধারণকে আমি স্বাগত জানাই।

সংস্কৃতি একটি দেশ ও জাতির পরিচয়কে স্বকীয়ভাবে তুলে ধরে। আর এই স্বকীয়তাকে আবিষ্কারের জন্য পর্যটকগণ হাজার মাইলের ব্যবধান অতিক্রম করে গন্তব্য দেশে ছুটে আসে। সৃষ্টি হয় সম্পর্কের সেতুবন্ধন। যা মানুষের মাঝে সাম্য ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাঙালি সংস্কৃতি হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত। ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়ার সুর আর ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় জীবনধারা আমাদের সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ। সংস্কৃতির এ স্বকীয় ধারা পর্যটনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অনন্য মর্যাদা দিয়েছে। এ বাঙালি সংস্কৃতি আমাদের অহঙ্কার। উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে এ সংস্কৃতিকে রক্ষা করে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য পর্যটন সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ দেশের সকল নাগরিককে আমি এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১১ উপলক্ষে বাংলাদেশে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১২ আশ্বিন ১৪১৮
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১১

বাণী

বিশ্বব্যাপী পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব ও এর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবারের মত জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) এ বছরেও ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১১ পৃথিবীব্যাপী পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ দিবসের এবারের মূল প্রতিপাদ্য Tourism linking cultures অর্থাৎ পর্যটন সংস্কৃতির যোগসূত্র সৃষ্টি করে।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে **Tourism linking cultures** শীর্ষক প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত উপযোগী কেননা এর মাধ্যমে বিশ্বের সংস্কৃতিকে একসূত্রে গাঁথা ও বৈশ্বিক বোঝাপড়াকে আরও নিবিড় করার ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্পের ভূমিকাকে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে বলে আমি মনে করি। বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১১ পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা সকল মাত্রার সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও প্রচারের বিষয়েও গুরুত্ব প্রদান করছে। সংস্কৃতি যেমন একদিকে এর অন্তর্নিহিত অনবদ্য স্বকীয়তার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের অগনিত পর্যটককে ভ্রমণ ও এ লক্ষ্যে ব্যয়ের ক্ষেত্রে উদ্দীপ্ত করছে তেমনই পর্যটনের ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করছে। সুতরাং সংস্কৃতিকে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে লালন করা একান্ত আবশ্যক। এক্ষেত্রে পর্যটনের "গ্লোবাল কোড অব এথিকস" এ বলা আছে, পর্যটন নীতিমালা ও কার্যক্রম শৈল্পিক, পুরাকীর্তি ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের প্রতি সমীহ প্রদর্শণপূর্বক পরিচালনা করতে হবে যার মাধ্যমে এসব ঐতিহ্য ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট তুলে ধরার নিমিত্ত সংরক্ষিত থাকবে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জল; এর হাজার বছরের সমৃদ্ধ আকর্ষণ পর্যটন গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশকে সুপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের বিপণন প্রয়াস পরিচালনার কৌশলকে আরও কার্যকরভাবে প্রয়োগে ইতিবাচক ভুমিকা রাখবে। এ লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক গৃহিত প্রথম পর্যটন বিপণন উদ্যোগ "ভিজিট বাংলাদেশ ক্যাম্পেইন" বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে কার্যকরভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সফলতা বয়ে নিয়ে আসবে বলে আমি গভীরভাবে আশাবাদী।

আমি বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১১ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আতাহারুল ইসলাম

Bangladesh Tourism Board
National Tourism Organization
www.visitbangladesh.gov.bd

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
(জাতীয় পর্যটন সংস্থা)